অভাগীর ঘরবাড়ি

জ্যোতিষ চন্দ্র হালদার (সুন্দরবন)

কেল্লার পিয়ালী নদীর ধারে বাতাসের এমন টান বারোমাসেই থাকে। মৃদুমন্দ সমীরণ তবে জোরে নয়। শো শো, শন শন। নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ল পরাণ মণ্ডল। ভালো করে ঘাটে লাগার আগেই। বাতাসের টানে কাঁধের গামছা ফাঁস হয়ে আটকে গেল গলায়। মুখটা ঢাকা পড়ে গেল। লাফ দেবার সময় বেসামাল চোট লেগে গেল বাম পায়ে। ওই একইভাবে নামতে যাচ্ছিল তার বৌ কালিদাসী। পরাণের হাল দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরাণ একটু এগিয়ে গিয়ে বৌয়ের হাত ধরল। নৌকো থেকে আস্তে আস্তে মাটিতে পা রাখল। রক্ষাকালী পুজো শেষ। তার মানে দুই মেয়েকে দেখতে এসে চলে গেলে বহড় নিবাসী হোমগার্ড।

পছন্দ হয়নি। পরাণ মণ্ডলের দুই মেয়ে এক ছেলে আর বৌ রেখে পার্টির মিছিলে গিয়ে গুলি খেয়ে পরপারে চলে গেছে। সংসার চলে না। যে দিকে দু-চোখ যায়, শুধু মরুভূমির মত হাহাকার। রোজগার কম, বিড়ি বেঁধে কত আর আয় হবে। চারজনার পেটের ভাত জোটানো সম্ভব নয়। শেষে বাস্তুভূমির ছয় কাঠার মধ্যে চার কাঠা বেচে দিল সাগর সরদারের কাছে। সাগর সেখানে কোঠাবাড়ি তুলেছে। সেই জমির মধ্যে ডাবগাছ, আমগাছ, সবেদাগাছ আছে। এই গাছ পরাণ মণ্ডল পুঁতে ছিল। কত দিনের কথা এসব। সেই জোড়া পোলের খাল এখন মজে গেছে। শ্যাওলায় ভর্তি, নৌকো চলে না। কে বলবে এই জলপথে পরাণ বউ নিয়ে তুলসীঘাটায় এসেছিল। এক বছর বাদে এই তুলসীঘাটায় ছয় কাঠা জমি কেনা, গাছ বসানো। তখন এসব এলাকা ছিল অগম্য। শহরে যাওয়ার কোনো পাকা পথ ছিল না। পরাণ মণ্ডলের বাস্তুভিটে সেদিন সাগর সরদার কেনার জন্য দেখতে এসেছিল। সেদিন পরাণ বলেছিল বাবু, "এ জমি লক্ষ্মী। তোমার ভালো হবে। জমির মধ্যে ডাব গাছ, আম গাছ শুভ। পুজোয় লাগে, ভগবানের সেবা হয়। তুমি ভাগ্যবান, গাছ পুঁতল একজন, ফল খাবে তুমি।" সাগর বলল, "চার কাঠার ভিতর গাছ পড়ে গেল। যেদিক দিয়েই জমি দিক নারকেল, হিমসাগর, তোতাফুলি আমগাছ দুটো পড়ে গেল। রেজিস্ট্রির পর হাতে পায়ে ধরে গাছের জন্য তিন হাজার টাকা চেয়ে বসল। সাগর বলল, "গাছ কেটে নাও।" দীপু বলল, "না। বাবার হাতে পোঁতা। গাছ কাটলে পাপ হবে। আপনি দয়া করুন কাকা। আগামীকাল বটতলা থেকে আমার ছোট বোনকে দেখতে আসবে।" "সে কি কথা! বড় থাকতে ছোটোর দেখাশোনা।" "আর বলবেন না কাকা। ওকে কেউ পছন্দ করে না।" দীপু টাকা নিয়ে চলে গেল। সাগরের এত সম্পত্তি কিন্তু তুলসীঘাটায় চার কাঠা নিয়ে যত বিপত্তি। সোনারপুরে দুই কাঠার উপর বাড়ি। সাগরের বিড়ির বড় কারবার ছিল বারুইপুরে আর এক পার্টনার ছিল। তাকে কৌশলে ভিখিরি করে দিয়েছে। কত লোক তার অধীনে কাজ করে। সাগর ইচ্ছা করলে দীপুকে কাজ দিতে পারে। বুঝেছে ও অপদার্থ। ওর কিছুই হবে না। সারাজীবন পরের বাড়িতে জনমজুর খেটে খেতে হবে। আর মা-বোনেরা বিড়ি বাঁধতে হবে। পরাণ মণ্ডলের ছেলেমেয়েরা দখল ছাড়তে চাইছে না। গাছগুলো যে তাদের বাবার হাতে পোঁতা। সাগরের দখলী স্বত্ত্ব বারবার ঘা দিচ্ছে। তাহলে টাকা নিয়েছিল কেন। এবার সব গাছ কেটেই ফেলবে। তারপর নিজের হাতে আবার আমগাছ, ডাবগাছ লাগাবে। সাগর নীচে নেমে এল। একটা ঘরে ঢুকে দক্ষিণের জানালা খুলে দিল। জানালা দিয়ে বাগানটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখতে পায় দুটো আমগাছ নতুন বর্ষায় বুনো হয়ে উঠেছে। বাগান থেকে মাটির সোদালী গন্ধ আসছিল। এমন সময় দীপুর মা এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েগুলোর মত শীর্ণকায়।

কালো চোখগুলো ভিতরে ঢোকা। মুখখানি গভীর ক্লান্তির ছায়া। সংসারের ভার বয়ে বয়ে দুমড়ে গেছে মহিলা। পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি। সাগর বলল, "এখন চা আনলেন কেন? সন্ধ্যা হতে এখন অনেক দেরি।" "তা হোক দাদা। এখন খেয়ে নাও। পরে আবার চা দিয়ে যাব। দাদা একটা কথা বলছিলুম। যদি মেয়ে দেখার দিন এখানে থাকেন বড় ভালো হয়। ওই দিন আপনি থাকলে ছেলেমেয়েরা মনে ভরসা পায়।" সাগর মাথা নাড়ল, "আমার তো কাজ আছে। কলকাতায় বিড়ির চালান আছে।" "তাহলে ঘরের চাবি দিয়ে যাবেন। ওদের এখানে বসাব।" "কেন তোমাদের বাড়িতে কী হল? আমাদের মাটির ঘর, উপরে খড়ের চাল, খড় নেই, দাওয়ার বাঁয়ের খুঁটি হেলে পড়েছে। তাই আপনার বাড়িতে বসাব। আমাদের তো ইলেকট্রিক নেই, গরমের দিন, তারপর আসবে বিকেলে, অন্ধকারে মেয়ে দেখা হবে। এখানে আলো পাখা সব তো আছে।" সাগর জানালার দিকে সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পাত্র কি করে।" "হাটে সব্জি বিক্রি করে।" দীপুর মা হাতজোড় করে বলে, "দাদা আমি যে কন্যাদায়গ্রস্ত। এমন সুন্দর বাড়ি, ভালো ঘর। এই ঘরে বসলে হয়ত পছন্দ হয়ে যাবে। আর একটা অনুরোধ গাছের ডাব, আম দিতে হবে।" সাগর উদাস দৃষ্টিতে জলভরা কালো মেঘের দিকে চেয়ে থাকে। বারবার তাদের বিক্রি করা জমিতে হাত বাড়াচ্ছে। স্বামীর নিজ হাতে পোঁতা গাছের ফল চেয়ে ফেলেছে। এরপর হয়ত বাড়িতে ঢুকে বাস করবে। সাগর দেখল ও বাড়ির উঠোনে দুই মেয়ে দাঁড়িয়ে। দীপু এসে বলল, "দয়া করে না বলবেন না। ঘরের চাবি দেবেন। আর ডাব আর আম পেড়ে বরকর্তাদের খেতে দেব।"

সাতদিন বাদে সাগর গাড়ি নিয়ে বাড়িতে এল। এ কি দেখছে সব। সবাই নতুন বাড়িতে এসে উঠেছে। এ যেন তাদের নিজের বাড়ি। দীপু এসে বলে, "কাকাবাবু, আমাদের ঘর পড়ে গেছে। থাকব কোথায়? বর্ষকাল। সব ভিজে মরতে হবে। তাই আপনার বাড়িতে সবাই এসে উঠেছি। আপনার উপরের ঘরটা খালি করে রেখেছি। সাগর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে আকাশে মেঘ, বিদ্যুৎরেখা। ওই দূরে পুরানো ইছামতি নদী। মেঘ যেন নদীখাতে বর্ষণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, অবাক হয় মেঘময় প্রকৃতি দেখে। এমন সুন্দর পৃথিবী তার বহুদিন দেখা হয়ে ওঠেনি। হাত থেকে চাবি পড়ে গেল। আম, ধান, সবেদার দেশেও না খেয়ে থাকে সরলা, কমলা দীপু। টাকা না থাকলে কোন বুদ্ধি খাটে না। তখন না খেয়ে খেয়ে হাড় সর্বস্ব হয়ে যায়। সাগর বলে, "তাহলে বাড়িটাও দখল নিলো আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। আমি তোমাদের ছাড়ব না। জমি বেঁচে ফের জবরদখল। আমি এখুনি থানায় যাচ্ছি। এবার মজা পাবে। ভালো মানুষ পেয়ে এমন করে ঠকানো বের করছি।" ঝড়-জলের রাত। মুষলধারায় বর্ষণ হচ্ছে, বাতাস সোঁ সোঁ করে বইছে। ঘন ঘন বজ্রপাত। প্রলয়ের আর দেরি নেই। রাত বারোটা সাগর থানার বড়বাবুকে নিয়ে এল। বড়বাবু দুটো সিপাইকে বলল, "ওদের ধরে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বার করে দাও।" ওদের সবাইকে ধরে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দীপু, কমলা, সরলা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছুটতে থাকে নদীর পাড় থেকে নেমে সৈকতে। সৈকতে আছড়ে পড়ে ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙতে থাকে। ওদের পায়ের উপর। ছোট ছোট টুকরো টুকরো ঢেউ। কয়েক হাত দূরে উত্তাল নদী। দীপু, সরলা, কমলা নদীতে ঝাঁপ দেয়। দীপুর মা উপরে আকাশের দিকে দু-হাত তুলে বলে, "ভগবান মুক্তি দাও। এমন কি পাপ করেছিলাম যে এ জনমে আমি সব হারালাম। স্বামী আর স্বামীর ভিটেমাটি। তুমি তো গরিবের ভগবান। তোমার কোলে আমায় আশ্রয় দাও। আমি যে বড় অভাগী। কাপড় অর্ধেক গায়ের থেকে খুলে নিয়ে বড় পাথরের চাই বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। উত্তাল নদী ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তীরভূমি ফাঁকা। দূরে রাত জাগা পাখি বিলাপ করে।